# তরল মন্দিরা

# তরল মন্দিরা

খলিল মজিদ

তরল মন্দিরা
খলিল মজিদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
রাসেল আহমেদ রনি

প্রচ্ছদের চিত্রকর্ম
জহির হাসান

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

---

Taral Mandira by Khalil Mazid Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

**ISBN:** 978-984-98456-0-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

# উৎসর্গ

আম্মা, জাহেদা খাতুন

আমার মুখ তখনও ফোটেনি, চোখ ফোটেনি
গড়ে ওঠেনি আমার হাত, পা, কপালের রেখা
ছিলাম মায়ের গান, ছিলাম তার আকাঙ্ক্ষার শিষ
সেই অনস্তিত্ব, সেই রূপ-না-পাওয়া ফুলের ঘ্রাণ
আম্মা পেয়েছিল,
ফুটে ওঠেছি গানের কলি,
আমার নাম আনন্দ, তাঁর চিরবর্ষার গান।

এখন আম্মার মুখ হিজল তমাল
ভাঙার খাল বেয়ে উঠে আসা সেই যে বর্ষা
এখন আম্মার মুখের রূপ–
ভরা জলে ভেসে-থাকা হিজলের ফুল;
এখন আম্মার মুখ বন্ধ ঘড়ির পরিহাস
এমন ডায়াল, এমন সন্ধ্যা, এমন পাতাল
কোথাও পথ হয় না; দরোজা, স্থাপত্য, বংশ,
ঘড়ি, কান্না, বিহান- কোথাও যাওয়া হয় না

এখন আম্মার মুখ তুমুল বর্ষায় ভেঙে পড়া নদীর পাড়,
মেঘনায় মিশে যাওয়া তীর্থের মঠ।

**লেখকের অন্যান্য কবিতার বই**

পালকাপ্য (২০০০), প্রকাশক : নিসর্গ, বগুড়া

# ক বি তা ক্র ম


**তরল মন্দিরা**

১০ সহজ

১১ সপ্তশ্বাস

১৩ জলবনহুর

১৪ জলের যুবতী

১৫ সর্বনাম

১৬ আদিজন্ম

১৭ ফলশ্রুতি

১৮ জলশীর্ষ যুবরাজ

**২০-৩০ করোনা ক্রনিকল**

৩১ বৈশাখ ১৪২৭

৩২ বসন্তশেষে

৩৩ আর আরবিশু

৩৪ আমার নববর্ষ

৩৫ জন্মদিন

৩৬ ফুলের বোঁটার রাত

৩৮ রূপকথার বৃক্ষ

বাঘিনী ৩৯

(অ)রূপকথা ৪০

অনুশীলন ৪১

বিকল্পরতি ৪২

পুষ্পবীণা ৪৩

রোহিঙ্গা ৪৪

ফিলিস্তিন, বজ্রপ্রহরের চাঁদ ৪৫

একাকি সমাবেশ ৪৬

চাঁদে পাওয়া কুমির ৪৭

সশস্ত্র শব্দাবলী ৪২

হাছন রাজা ৪৯

মশালশিখা ৫০

অণুকবিতা ৫২

অজিফা ৫৫

সম্পর্কতত্ত্ব ৫৬

অহম ৫৭

**টাঙ্গুয়া ট্রাভেলগ ৫৯-৬৪**

# তরল মন্দিরা

We were fluttering, wandering, longing creatures
A thousand years before the sea and the wind in the forest
Gave us words
Now how can we express the ancient of days in us
With only the sounds of our yesterdays?

- Sand and foam, Kahlil Gibran

# সহজ

প্রকৃতপক্ষে যা সোজা সহজতা
মনীষীরা বলেন তা যৌন পুর্ণতা
শরীরের মধ্যিখানে ঠিক মাঝখানে
একটি ভোমর-ঘুম মেতে থাকে গানে
আলোর আ-বেগ গুণে গতি আসে তার
ডানায় আনন্দ আসে যত বলাকার
মাটিতে ব্যর্থ হলো যে-সব মিলন
তাদের জিহ্বাগুলো কল্পনাপ্রবণ
তারা উৎসব করে মেঘে ভাসমান
জলের ভিতরে তারা সৌরসন্তান
বালির ভিতর থেকে এক জন্ম উঠে
রৌদ্র খায় মাথাভরা পত্র যেন জোটে
হাওয়ায় হাউস করে অন্য জীবন
উড়ে যায় পুড়ে যায় বে-আকুল মন।

## সপ্তশ্বাস

আমি শ্বাস নিই আর অন্তর্গত এক মুহূর্তের জল
ভিতরে ভরে ওঠো তুমি,
নিঃশ্বাস ফেলি
বাইরে বিস্তৃত হয় তোমার অভিমান-পরাহত
থির অধীরতা।

আমি শ্বাস নিই আর ভেতরে ভরে ওঠে ধাতুরূপে ক্রিয়াশীল
অভিধানগুলি,
নিঃশ্বাস ফেলি
সম্পর্কিত হতে থাকে শব্দমূল কর্মে ও কারকে
সমাসবদ্ধ হতে থাকে জন্ম, অধিজন্ম।

আমি শ্বাস নিই আর ফুলে ওঠে গোপন কৌটাটি
অস্তিসমুদ্রের গভীরে যে পড়ে থাকে
পরাবাস্তবতায়
পড়ে থাকে কোডে ও ডিজিটে
মাইটোকণ্ড্রিয়ায়,
নিঃশ্বাস ফেলি
আর খুলে যায় তার ছিঁপি
ভাষা পেয়ে যায় ভুলে যাওয়া সব মেটাফর
রক্তে, অভিজ্ঞানে, ধমনি-শিরায়, শুক্রে, বীজে, ক্রোমোজোমে
চক্রে চক্রে সমাসবদ্ধ হতে থাকে
ধাতুরূপী ক্রিয়াভিত্তিক ন্যারেটিভগুলি।

আমি শ্বাস নিই আর ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে
দূরবর্তী সব জন্মের বিস্মরিত বর্ণলিপি,
নিঃশ্বাস ফেলি
ফিরে পাবার আনন্দে ফুটতে থাকে উপাখ্যানগুলি
প্রাচীন পুঁথির ছন্দে শহরময় বর্ণমালার ক্যারিওগ্রাফি।

আমি শ্বাস নিই আর ধৈর্যের মতো ধুসর রঙের চাবিগুলো
তালা ঝুলায়ে দেয় মেঘেদের মুখে

আর ধৈর্যকে ধারণ করে বজ্রের হৃদয়
শীতে জমতে থাকে বজ্রের ফণা ও অস্থিরতা,
নিঃশ্বাস ফেলি
পাড়া ভরে ছড়িয়ে পড়ে বজ্রপুত্র আর বৃষ্টিভাষার কন্যারা।
এদের মুখে কে আঁটে আর চাবি
এদের পায়ে কে পরাবে রীতির বাড়াবাড়ি
ধৈর্য্যকে ওরা হারিয়ে কেবল ফেলে।

আমি শ্বাস নিই আর সমস্ত ঢেউ ও বাঁকসহ এক নদী
ঢুকে পড়ে ঘরে, নিজেরি ঘরে
আমি সাঁতরে কিনারা পাই না আর
ভেসে যেতে থাকে আমার খেয়ে না-খেয়ে কেনা সব বইপুস্তক
ভেসে যেতে থাকে কায়ক্লেশে গুছিয়ে তোলা ছন্ন গেরস্থালি,
নিঃশ্বাস ফেলি
আমার বিহ্বলতার নিচে বেহুলার মতো ভেসে ওঠো তুমি।

আমি শ্বাস নিই আর জল, অঙ্গ এককণা
মগজে মুগ্ধবোধ তুমি,
(উন্মিলিত শস্যের রেণু সপ্রকাশ্যে নৃত্যপর
যেন ইচ্ছাফড়িং এক ভাবনাহীন খেলে যায়
উন্মাতাল বায়ুচক্রে লীলাচ্ছলে খেলে যায়
সারাগায় ইচ্ছাফড়িং এক খেলে যায়),
নিঃশ্বাস ফেলি
ভেতরে জয়শঙ্খ বেজে ওঠে মুগ্ধডানা উড়ার উৎসবে।

# জলবনহুর

এক ফোঁটা অঙ্গজল তুমি নিয়ে এসেছো আমায় এই ধাবমান নদীর কিনারে; তুমি উন্মোচিত করে দিয়েছো আমার সুমহান অভিমান, এক ফোঁটা অঙ্গজল তুমি দুর্দান্ত ডিগবাজি খাও আমার মাথার খাড়িতে, নেমে আসো খাড়া এই গ্রীবা বেয়ে কালো কশেরুকায়; তুমি জল, অঙ্গ এক কণা, নেচে নেচে চলে যাও, করো না পরোয়া কোনো আমার আবদার, অথচ আমার ঘুম পুড়ে যায়, তোমার নাচের প্রতি মুদ্রা আমাকে পেঁচিয়ে ধরে নাড়িতে শিরায়; মেরুপথে জমে থাকো জল, একফোঁটা অঙ্গ, তুমি অনঙ্গ সাধনারত, বসে থাকো পিঠ জুড়ে অটল, অথচ আমি সত্তাময় শ্রীজ্ঞান খুঁজি, হয়েছি অতীশ।
শৈশব উন্মোথিত হয়ে ওঠে রম্য কোলাহলে, তোমারো যোগে আছে নৈঃশব্দের সৃষ্টিমুখ এক অর্থময় স্মৃতিসম্ভার, হিরন্ময় ইচ্ছাজুড়ে বেজে ওঠে তরল মন্দিরা, নাচের আয়োজন করে বৃষ্টি ও ডাহুক।
ভাবনার সাথে সাথে ঘন হয়ে আসে জল, জলাঙ্গ এক ফোঁটা, জমে ওঠে বেশ ভাবুক; আর গা-ভর্তি অনুভূতি নিয়ে গড়াগড়ি যায়, যেন পুরোনো গলির গান বেজে চলে বরযাত্রীর নৌকায়।
একটি শৈশব উঠোনে লুটোপুটি খেতে খেতে, দৌড়াতে দৌড়াতে, হেলে দোলে জিকিরের মতো পড়া মুখস্ত করতে করতে ধরে ফেলে কৈশোরকে; আর মেঘের সাথে পাল্লা দিয়ে ঢেউ খেতে খেতে কেমন ডিঙিয়ে যায় কৈশোর অনায়াসে, ঠোঁটের উপর লাগিয়ে নেয় এক গোছা কালো চিকন ফিনফিনে গোঁফ; রহস্যগল্প পড়তে পড়তে, চুরি করে সময়কে নিজের পকেটে পুরতে পুরতে ভিতরে ভিতরে নিজেই হয়ে ওঠে দক্ষ এক চোর;
জলবনহুর।

# জলের যুবতী

এক কণা অঙ্গজল, তুমি সাগরসংশ্লিষ্ট
বয়ে এসেছো আমার উৎসাহের তোড়ে
গড়াগড়ি করছো আমার উদরে
সবুজ সরীসৃপের প্রাণে উঠে এসেছো আমার বুকে।

এ বড়ো অপরূপ অভিজ্ঞতা–
তুমি একটি জলকণা, রূপ নিয়েছো
আমার আকাঙ্ক্ষার রঙে
মেরুদণ্ড বেয়ে বেয়ে উঠে এসেছো
তুমি অবাক কিশোরী
এ বড়ো অপরূপ অভিজ্ঞতা–
সময় ও চিন্তার দুই পাশে
আমি তোমার পিতা ও প্রেমিক।
তুমি আমার বুকে লাটিয়ে পড়ছো
স্পর্শের স্পর্ধায়,
তোমার দেহের ঘন বন মন উন্মন করে
এক কণা জলের যুবতী
সমুদ্র মন্থন করে পরে
তোমার শরীর নিয়ে প্রথাসিদ্ধ চর্চা শুরু হয়।

আর আমাদের সম্পর্কের মানে
প্রথাসিদ্ধ কামের প্রজ্ঞানে।

# সর্বনাম

সমস্ত প্রতীকেরই নিজস্ব ও একান্ত উদ্ধৃতিময় প্রতীতি আছে

প্রতিটি মুহূর্ত ব্যক্তিত্ববান–
এক কণা কাল সে উঠে আসে মঞ্চে
আর জানিয়ে দেয় তার অসম্ভব ইচ্ছার কথা
ভালো ভাষায়;

কৈশোরের কল্পবৃষ্টির ভেতর ঝাঁকের কৈ-এর মতো উঠে আসে
রোদপোহনো বই-পুস্তক
                    তস্করের দল
আর
বোধোদয় হরকরা;

রঙমহলের কোনো এক নর্তকীর নৈসর্গিক ডুমুরবালক যেন
নৃত্যপর গেয়ে চলে কালের কোরাস;

সর্বনাম, নামের বসন খোলে অপেক্ষমান উরুর মতন বালিহাঁস।

# আদিজন্ম

বছর বুঝি না আমি, বুঝি জন্ম
প্রতিটি ঘুমের জঠর থেকে প্রতি প্রভাতে
উঠে আসে স্মৃতিপূর্ণ অন্য এক জীবনের ঢেউ
এভাবে ছয়'শ কোটি ঢেউয়ের আত্মজীবনী
আমাদের যৌথতার গল্পে ভরা...

মুহূর্তগুলো অঙ্গময় চৌকুস ঘন্টা হয়ে বাজে

আমি হারিয়ে এসেছি ধর্ম আমার, সর্বপ্রাণবাদ
আজ তাই স্মরণ মাগি এই প্রাকৃতিক জন্মপ্রবাহে
জীবিকাবর্ষের অতীতে
লজ্জাহীন
নিকাশবিহীন
পরিচ্ছদ ছাড়া
পূর্ণপ্রেম-
আদিজন্ম।

# ফলশ্রুতি

যখন অনেক দূরবর্তী কোন জন্ম তার
রৌদ্র ও সন্তাপ নিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছিল
যখন প্লাবনের পুরাকীর্তি নিয়ে
স্মরণীয় কোনো নদী ঢুকে পড়ছিলো কাব্যভাবনায়
যখন প্রকৃতি খুলে দিচ্ছিল তার
একান্নবর্তী যৌথতার সবুজ চড়াই
যখন সময় ঝরে পড়ছিল অন্তহীন সময়প্রপাতে
আর জল সঞ্চয় করছিলো কিছু চুম্বন আর জিজ্ঞাসার বিদ্যুত
একটি গলিত সূর্যাস্ত ঢাকা পড়ছিলো ভোরের হুল্লোরে;

যখন নদীরা কোনো স্ত্রীবাচক নামে খণ্ডিত হয়ে যায়নি
সর্বোপরি মানুষের মাঠ ছিলো মৌমাছির প্রজাতন্ত্র;

যখনো গোত্রের সকল পুরুষ ছিলো
আমাদের বাবা আর সকল যুবতী মা
যখনো চুম্বনই ছিলো মানুষের সবচেয়ে গভীর স্বীকৃতি
যখনো পাঁজরের হাড় ভেঙে মানুষেরা গড়ে নিত প্রাজ্ঞ প্রতিমা
পানির প্রহারে-নাচা রমনীর শিৎকারে লাল হয়ে যেতো রাতের বাতাস
বৃষ্টির পীড়নে চিরে যেতো জুঁইফুলের মধ্যরাত্রি;

যখনো মাঠে মাঠে সবুজ বিপ্লবের মতো ছিলো
ঘাসেদের গল্প বলার তাড়না
মেয়েদের উড়ন্ত যৌবনে ছিলো লতার কল্পনারীতি
আর পাতার উড়ে থাকার সবুজ অভিলাস লেগে থাকতো তাদের
গোল গোল দুধে
হরিণপ্রহরে তারা কুড়িয়ে নিত বাতাসের হাতখরচ;

যখনো কবিতা হয়ে ওঠেনি কোকিলের কানকথা
শব্দেরা কাকের কালো রঙই কেবল গায়ে পরতো না
ধারণ করতো তার কড়া সত্যবাদিতা;

তখন আমার ধমনীর লাল অন্ধকারে বেজে ওঠে পাঠশালার ঘন্টা
আর যৌথতার সফেদ চুক্তির মতো লেখা হয় চিরবর্ষার গীতিকা;

এ কোনো উদবোধন নয়
নয় নূতন কোনো পরিচয়।

## জলশীর্ষ যুবরাজ

রজো-নীরে রজনিশ করিছে ধেয়ান
কত জলবিনয়ে;
অটল জলের রূপকথা।
খাজুরাহু স্থপতিরা জলশীর্ষে উত্থিত নীল নীল ঘোড়া,
খিজিরাহু, পানির যুবরাজ;
কর্মধারয়, বহুব্রীহি, ফেনার কোরাস।

করোনা ক্রনিকল

## করোনা ক্রনিকল

**১.**

সমস্ত বাস্তবতাকে আক্রান্ত করেছে এক কর্কট ভাইরাস
মধ্যযুগ থেকে ধাবমান এক ক্ষুরধ্বনি
দাপিয়ে বেড়াচ্ছে
ফরবিডেন সিটি থেকে জয়কালী মন্দিরে
রবীন্দ্র সংগীত থেকে স্বাধীনতা দিবসে
মুজিববর্ষে, জুমার নামাজে-

পিণ্ডাকার আতঙ্ক এক।
গীতিহীন এক গানের মৌনতা
ভাগ্য গণনার মতো দশকোণা গোলকের অর্থহীনতা।

সাতকোণা এক বলের নিঃশ্বাসে
চৌদ্দ শতক থেকে একুশ শতকের গলি-ঘুপচিতে
মুচড়ে উঠছে গোলাপি এক ঘূর্ণিবায়ু-
কণ্ঠহীন এক গান
হৃদয়হীন এক প্রেম
উত্তরহীন এক উৎকণ্ঠা।

সকালগুলো
প্রত্যেকের কালো শিরায় মাতম করা আহত আশুরা।

অবিশ্বাস
প্রত্যেকের গলায় আটকে থাকা প্রাচীন এক নদী
নিঃশব্দ, লুপ্তরেখ, আবহমান।

ফিরে কি পাবো ভাতশালিকের সেই চাহনি?
চৈতি একটা সকাল হয়ে মায়ের উনুনের পাশে বসে
ছিটাপিঠা খেতে পাবো আর?

২.

চৈতের মাঠে মুচড়ে-ওঠা বাতাস যেমন
তার ঝাঁকড়া চুলের নৃত্য
শরীর জুড়ে চোখ তার
ধাবমান দৃষ্টি
প্রান্তর পেরোনো ঘোড়া এবং তার
রঙচটা ক্ষুরধ্বনি
গড়িয়ে পড়ে রাজপথে–
ডোরাকাটা এক বলের উল্লাসে।

নিয়নবাতিগুলোতে বাদুরের চোখের বিতৃষ্ণা
ডুঁকরে ওঠে গন্ধহীন এক আশংকা।

৩.

লগ্নতার লগ্নগুলো গলে পড়ে মুঠো থেকে

দূরত্ব- অমোঘ ওষুধ আমাদের
অসাক্ষাতের মহিমা ভীষণ।

আমাদের দার্শনিক অনুভূতি
অদর্শনে ক্রমবর্ধমান।

পায়ে-বাঁধা ঘুঙুরের থেকে খুলে নিলে নাচের নেশা
থাকে এক থমকে যাওয়া নদী-
আমরা থমকে আছি,
নিজের নগ্ন হাত এতটা অবিশ্বস্ত
বার বার ধুয়েও ঠেকাতে পারি না গালে।

নিজেরই গোপনে এক অচেনা হলুদ পাখি
ডেকে যায় বুকে, গায় আহত গানের কলি
একা একা- সাদা সমস্বরে।

এ দারুণ বৃক্ষবেলা, গল্পহীন লগ্ন হয়ে থাকা–
আঁকড়ে না-ধরে জড়িয়ে থাকা;
একা একা আলোর অর্কেস্ট্রা।

৪.
*All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand.*

আমরা হাত ধুই, প্রতি প্রহরে, ঘন্টায়-ঘন্টায়
কারণ প্রত্যেকেরই হাতে লেগে আছে তার ডেডবডির গন্ধ

হাত ধুই–
ওহানের পাহাড়ি মদের গন্ধে
কোরিয়ার সিজোর পরিমিতিবোধে
রোমান সাম্রাজ্যের গোল্লায় গোল্লায়–

পুরা দুনিয়ার গলিগুলোর দুই পাশে
ভিখিরির মত দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িগুলোর ভেতরে
সেঁধিয়ে থাকা হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতি
অবিরাম হাত ধুতে থাকে।
কারণ তারা মুছে ফেলতে চায়
তাদের আততায়ী আত্মীয়তা।

আমরা হাত ধুই, প্রতি প্রহরে, ঘন্টায়-ঘন্টায়
কারণ আমার হাত ছুঁয়েছিল তোমার হাত
কারণ আমার হাতে লেগে আছে তোমার চুমুর চিহ্ন
কারণ আমার হাতে বইছে তোমার ভাগ্যরেখার ঢেউগুলো।

৫.

যেদিন থেকে শ্বাসকষ্ট শুরু হলো
সেদিন সন্ধ্যায় তার সারা গায়ে পেরেক গজালো
অন্ধ হয়ে গেল তার স্ত্রী
উদভ্রান্ত হলো ছেলে-মেয়ে,
তার অরক্ষিত সম্পদ লুটে নিতে এলো না
লাল নীল আত্মীয়েরা;

সম্পর্কগুলো ঝুলে রইল যুক্তিবিজ্ঞানে।
ময়নাতদন্ত হলো না সম্পর্কের ডেডবডিগুলোর,
দাফনও হলো না;
অসংকৃত সম্পর্কের অকথিত দুর্গন্ধের ভিতর দিয়ে
তাকে পার হতে হলো পরবর্তী প্রতিটি সন্ধ্যা।

সামনে যে রাত, সে তো সন্ধ্যারই ভবিষ্যৎ।

৬.

তার দেহটি মোড়ানো হলো না সাদা থানে
প্যাঁচানো হলো প্লাস্টিকে,
এতদিন আমাদের মৃত্যুর গন্ধ ছিল আতরের,
কোরআন খতমের, আর
উঠোনের কোণে বসে-থাকা পোষা বিড়ালের পদলেহনের।

করোনা মৃত্যুকে গড়িয়ে দিল কাঁটাওয়ালা এক বর্তুলে।

প্লাস্টিকে মোড়ানো বডিগুলো গড়াতে গড়াতে
রাস্তায় চলে এলো, ঢুকে পড়লো গলিতে
এমনকি বহুতল ভবনের লিফটের ভেতরেও
প্লাস্টিকে আবৃত ডেডবডির গন্ধ।

আমরা বজ্রের টুপি পড়ে বসে থাকি ঘরে-
ঘরে, মানে কুয়োর তলায়,
যেন পুনরায় পঁচিশে মার্চ উনিশ শ' একাত্তর
রাতের হুইসেলে জড়ো হয় নিহত গোলাপ।

৭.

শহর আমার আউশবিচ–
হন্তারক অণুজীব নাৎসি সেনার মত শিষ দেয়,
নির্দেশ করে টেনে নিতে অর্ধমৃতদের
আর গাইতে এক গান,
সুর যার আটকোণা বর্তুলের মতো
অষ্টমে বাঁধা।

৮.

দ্রুতই দূরত্ব বাড়ে
মহাদেশগুলো দ্রুত সরে যায়
নিউ কন্টিনেন্টাল ড্রিফট্‌নেস যেন
আইসিটি এ্যারায়-

অন্তত এক মিটার দূরত্বে একেকটি মানবদেহ
যেন এক বিচারসভা–
পশ্চিমা থিয়েটারের দৃশ্য সমাপ্তিকা।

নিশ্বাস পতনেরও শব্দ থেকে
নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা।

রোরুদ্যমান কবিতারা ভেতরে ভেতরে রুদ্ধশ্বাস–
শব্দেরা কারকে জড়ায় না, পঙক্তিতে শংকার শ্লেষ
পয়ারের বাক্যের গায়ে পরাবাস্তব উল্কি।

৯.

প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজের টেবিলে উঠে আসে
গতকালের বডি থেকে কেটে নেয়া এক মুণ্ডু
তার চোখে নিভে যাওয়া আগুন,
ঠোঁটে জমাট-বাঁধা অভিশাপ।

আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে তার দক্ষিণ।

সে কি মৃত, না গবেষক?
সে কি নারী, না বহুবোটা স্তন?

১০.

ঘরবন্দির দিনে আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'ল
এক মিটার গ্যাপের আন্তরিকতা
আমাদের বিচ্ছেদের ভার ভাঙতে পারে না।

শঙ্খের ভিতরের বক্র বায়ুরেখা সোজা হয়ে গেলে
কোনো গান থাকে না।

বাতাস কুড়ায় শুধু বালির বিলাপ।

১১.

ঘরে ফিরে আসা আর ঘরে ফিরে যাওয়া
একই, এক নদী।

এখন আর কারোর কথার ঢেউ গুনবো না।

সামনে তাকাবো না, পেছনেও না।

সমস্ত প্রাণরসায়ন আমার পেছনে, আর
অনুজীব গবেষণা আমার আগে আগে আসে।

১২.

আমাদের অস্তিত্বের ভিতর এত এত অবিদ্যা যে
মাহি'রা মরিয়া হয়ে যায়-
(মাহি, মানে কিশোরী শিল্পী আফ্রিদা তানজিম, মনে পড়ে তাঁকে)
অথচ আপেলগুলো এখন আর কোনোক্রমে পচে না–
হল্‌দেটে গোলাপি মেরুণ আপেলসব
ব্যাপ্ত, বুদ্ধিমান।

তাদের অপচনশীলতার নিহিতার্থ
আমাদের অস্তিত্বের ভিতরে কাক হয়ে উড়ে।

এক শনিবার তার বিবিধার্থক নি-সমবায়ে
লগ্ন হয় পর শনিবারে।

## ১৩.

নার্সারি থেকে বিশ্বভারতী সব লকডাউন
আপেলগুলো এখন আর কোনোক্রমে পচে না

গ্রানাডার বুলরেস থেকে খসে পড়েছে একটি নিশান
আপেলগুলো এখন আর কোনোক্রমে পচে না

স্বাস্থ্যসচেতনতার বার্তা দিতে গিয়ে জনতার হাতে প্রহৃত পুলিশ
আপেলগুলো এখন আর কোনোক্রমে পচে না

সংঘরোধের ভয়ে পালিয়েছে এক হলুদ যুবক
আপেলগুলো এখন আর কোনোক্রমে পচে না

বাবুইপ্রহরগুলো সন্ত্রস্ত আরএনএ কোডের রহস্যে
আপেলগুলো এখন আর কোনোক্রমে পচে না

হারিয়ে যাওয়া হাঁটার অভ্যাস ফিরে পেতে হাপিত্যেশ করছে এক প্রৌঢ়
আপেলগুলো এখন আর কোনোক্রমে পচে না

ভোরের প্রসবকালে রাতের উরু দুটো চেপে ধরেছে এক ধূর্ত ভাইরাস
আপেলগুলো এখন আর কোনোক্রমে পচে না

## ১৪.

কব্জি ডুবিয়ে রাখি ক্ষারের ফেনায়
তবুও হাতের তালুতে কদম ফুলের কেশর।

কুরুক্ষেত্রের পর অশ্বত্থামার একটিমাত্র রাত
হাতের তালুতে জায়মান আয়ু।

শিকাগোর শীতে জমে থাকা বন্ধুত্বের বোতল
হাতের তালুতে শুকোই অ্যালকোহল।

ঈগলের ছায়ার নিচে দৌড়াচ্ছে সাপ, না ক্ষুরধ্বনি?
হাতের তালুতে বাজে গ্লোবাল ঘড়ি।

একটি সন্ধ্যার এত ওজন! এতদিন লুকানো হলো কেন?
হাতের তালুতে ক্রমে ফিকে হয় সমূহ বিকেল।

বাড়িতে বাড়াচ্ছি কাঠবাদামের চারা, অ্যামন্ড, এন্টি-অক্সিডেন্ট
হাতের আঙুলে বাড়ে করোনামৃতের সংখ্যা।

## ১৫.

মনে রেখো সুতপা ফুলের কাঁটা
মনে রেখো রক্ত সাক্ষী গড়াই।

পৃথিবীর প্রতিটি নদীর জলে রক্তাক্ত এমন কাঁটা
কাঁদে, গড়িয়ে পড়ে, হারিয়ে যায়।

এক শতাব্দী পর আজ এই মুমূর্ষু সন্ধ্যায়
একটি দারুণ তীর এসে বিঁধেছে পদ্মার কাতর পলিতে।

হায়, আমার যুবতী পিতামহী মরেছে কলেরায়
হায়, আমার বৃদ্ধা মাতামহী ডুবে আছে আলঝেইমারে-
অ্যান ওশান অব মেমোরিজ, ভালোবাসা মরে না রে!

মনে আছে সুতপা ফুলের কাঁটা
মনে থাকে রক্তে লাল সন্ধ্যার গড়াই।

## ১৬.

ভিখিরি জানলো না তার পেতে দেয়া হাতে
রেখাঙ্কিত আছে
কত নক্ষত্রের জন্মকথা, আয়ুর কুষ্ঠি।

ভিখিরিকে জানতে দিও না
এইসব অতি গূঢ় মহাজাগতিক গণিতের সূত্র।
তার হাত ঢেকে দাও
উত্তরহীন দক্ষিণায়।

# বৈশাখ ১৪২৭

বৈশাখ তোমার কালো চুলে বেণী বেঁধে
শব্দান্তিক ঈ-কার যোগে
ঝড় হয়ে আসো আর
উড়িয়ে নাও বহুভূজা ডোরাকাটা ভয় আমাদের।
তোমার অভয় ছাড়া কেউ আজ
ঘর ছেড়ে বের হবে না।

বর্ষবরণ প্রভাতের মত আবহমান গানে
ঝরে পড়ুক শিলাময় বৃষ্টির কাঁটা
বর্ষারম্ভের স্বাগতিকা।

আমাদের কারো নাম ধরে ডেকো না আজ
ঘরে ঘরে সবই সর্বনাম
পিপিই-পরা সন্ত্রস্ত ফুলেরা সবই সাদা।

আলিঙ্গন করো না প্রিয় পহেলা বৈশাখ
প্রাসঙ্গিক দূরত্ব বজায় রাখো,
তাড়িয়ে নাও ভয়ের গুঞ্জনমুখো সন্ধ্যার সহিংসতা–

নীল আতঙ্কের ছায়া,
কালো আশংকার নামাবলী।

# বসন্তশেষে

বসন্ত যেদিন সংক্রামিত হলো
গোলাপেরা পেলো চতুষ্পদের প্রথা
বাতাসে ছিল মনস্তাত্ত্বিক ব্যথা
বসন্তশেষে সহে না পুরোনো কথা।

ঠাকুমা'র ঝুলি থেকে বের হলো দৈত্য
আরবিশু দিনে আসছে অতিথি ঘোড়া
শহরের সব মোসাহেব ইঁদুরেরা
দাঁড়িয়ে পড়েছে হাতে পুষ্পের তোড়া।

অতি তেজস্ক্রীয় এই মিথ্যা প্রশংসায়
কাটা পড়ে গেছে ইঁদুর প্রজাতির কান
এসেছে গোলাপি কাঁটাঅলা কেউকেটা
পলায়নপর যত ভিখিরির গান।

তাহার ভীষণ সম্ভাষণের তাপে
মোমবাতিগুলো গলছে গোরস্থানে
আতঙ্কিত আসন্ন গ্রীষ্মকাল
সন্দেহজনক জুঁইফুল সবখানে।

করুণা করো না- করোনার কাঁটা থেকে
স্মৃতিগুলো গেছে বাণপ্রস্থের পথে
পুরোনো ব্যথা ভুলে যাওয়ার শূন্যতা
বসন্তশেষে ফিরে আসে মনোরথে।

## আর আরবিশু

আরবিশু শেষে সংক্রান্তি
আসে, বছরের শেষ ভ্রান্তি
মুছে দিতে কাল বৈশাখীর
উদ্বোধনে আজ সে হাজির

হোক, জ্বালোক তার পুচ্ছিকা
নির্মূল হোক বিষকণিকা,
উঠুক রোদ্দুর নববর্ষের
উড়ুক স্বপ্ন গণ-মানুষের।

# আমার নববর্ষ

গ্রীষ্মের প্রথম ভোরটিতে হাজির হয়েছি
মেরুন রঙের এক মোরগ-লড়াই হয়ে
রমনার বটতলে–
মাটির তৈরি ছোট্ট একটি কালো বাঁশির উচ্ছ্বাসে;

মাথায় পাগড়ি করে বেঁধেছি চিরকালের শৈশব।
ও আমার নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ
তুমি পুতুল নাচের বাজনার মতো বিস্তারিত
বাংলার পালযুগ থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রায়।

ও আমার নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ
কালের খাণ্ডবদাহনে তুমি আমার চিরপ্রতিরোধ;
মেরুন রঙের পালকের মুকুট মাথায়
আমি ঘুরে বেড়াই গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ধরে
যিশুখ্রিষ্টে, মহররমে, নওরোজে, রোজ হাসানায়..

## জন্মদিন

দেয়ালে ঝুলছে জন্মদিন। তার ’পরে আঁকা আছে
লাল-হলুদ সুগন্ধী। ওগো, শুভেচ্ছামুখর
পাঁপড়িসকল, ওগো, মোমের দীপালিসম
জ্বলন্ত পঁচিশ, কী নিদারুণভাবেই না তোমরা
আক্ষরিক! পার হয়ে গাণিতিক প্রহরাব্দ,
গত হয়ে সমূহ পঁচিশ, অবশেষে তুমি বৃত্তাবদ্ধ
চিহ্নিত চরশ।
জানালার গ্রিল গলে হেসে খেলে
আধিপত্যবাদী রোদের মতো ঢুকে তো পড়েছো,
ভেঙে তো দিয়েছো আমার আত্মরক্ষার অভিমানখানা।

# ফুলের বোঁটার রাত

(তোমাকে, যে তুমি আমাকে প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কার করো)

১.

শুভরাত্রী বলেও থাকো তো কিছুক্ষণ,
আমার চাঁদের আলো ধীরে ধীরে নিভে যায়
অশ্রুতে তোমার, বেজে ওঠে ঘুম;
পাহাড়ের গায়ে গায়ে যেমন বাজে মেঘের বাজনা,
ঢেউয়ের আকাঙ্ক্ষা যেমন বেজে যায় বেলার বালুতে–
চাঁদের আলো বাজে
তোমার অশ্রুর পতনরেখা ধরে ধরে
ভেজা এক জাদুপথে
আমার চাঁদের আলো বেজে যায়...

২.

আমি নিতান্ত বালুকণা এক
(জিবরানের বালু বা ফেনা নই)
যদি ঠাঁই পাই তোমার হৃদয়ের ফেনায়,
তাই খুঁজি তার ঢেউয়ের অস্থি;

জানি তুমি তীব্র ঝিনুক
তোমার আহ্লাদের জল আমার শরীর ঘিরে
উজ্জ্বল অসুখ এক-
ভালোবাসা- এমন অসুখ
বালুর প্রতিভা ফোটে ঝিনুকের একান্তে
মুক্তির মুক্তোদানা।

ভালোবাসা- বালুকণা গিলে-ফেলা সেই তীব্র ঝিনুকের করুণা
যে তার সমস্ত মনোযোগ দিয়ে ঘিরে ফেলে
বালুর ব্যাকুলতা।

৩.

তোমার সমীপে আসি
জানতে চাইছো, কেন জল ঘুরে তোমার মোহনে?
বলি, জল সে অসামান্য গরল;
দমকা হাওয়ার সন্ধ্যা আর ফুলের বোঁটার রাত
একটুখানি করেছো পান, আর মুষলধারে বৃষ্টি
তোমায় ভাসিয়ে নিলো অমিয়গঙ্গায়।

## রূপকথার বৃক্ষ

রূপকথার বৃক্ষ, সে শেকড় মেলে অশ্রুমান রাতের নাভিতে
রূপকথার বৃক্ষ, সে ভিজিয়ে দেয় সব রাতজাগা খাতাদের শুকনো কবিতা
রূপকথার বৃক্ষ, না-শুকোতেই ডেকে আনে আরো একটি ভেজা কাকের মতো রাত
রূপকথার বৃক্ষ, রাতভর বৃষ্টিমাথায় সে কথা বলে কচ্ছপের সাথে
রূপকথার বৃক্ষ, সে জাগিয়ে তোলে ঘুমন্ত কচ্ছপের ডানা
রূপকথার বৃক্ষ, সেই কচ্ছপেরা যারা গার্হস্থ্য ছেড়েছিল গেলাপাগোসে
রূপকথার বৃক্ষ, সে দেখে ডাহুক আর বৃষ্টিবালকের নাচ
রূপকথার বৃক্ষ, পহেলা আষাঢ়ে সে আজ্ঞা করে বৃষ্টিভেজা কদমসম্মতি
রূপকথার বৃক্ষ, পাতার প্রহরে সে বুঝে পায় তার জাদুশিশুকে
রূপকথার বৃক্ষ, সে শোনে রূপের বেহালা
রূপকথার বৃক্ষ, সে অন্ধ হয় রূপের দর্শনে
রূপকথার বৃক্ষ, সে চিঠি লেখে চাঁদের করুণা দিয়ে
রূপকথার বৃক্ষ, সে প্রতিদিন চিঠি লেখে বজ্রমুখো এক জাদুশিশুকে
রূপকথার বৃক্ষ, শিশুটির কান্নার প্রতিটি ফোঁটার নিচে সে পেতে রাখে তার হাত
রূপকথার বৃক্ষ, সে তার জাদুশিশুর জন্য পাঠিয়ে দেয় হলুদ কবুতর
রূপকথার বৃক্ষ, সে চিঠি লেখে আর চিঠি লেখে
রূপকথার বৃক্ষ, সে অক্ষর বৃত্তি দেয় অন্ধদের ইস্কুলে
রূপকথার বৃক্ষ, সে লংঘন করে শ্রেণির চৌকাঠ, পান করে রোদের করুণা
রূপকথার বৃক্ষ, সে শিরায় শিরায় লিখে রাখে নদীর দিনলিপি
রূপকথার বৃক্ষ, উদ্বাস্তু অহল্যার মতো চুলখোলা মেয়েদের মনে সে গোমতীর তীর
রূপকথার বৃক্ষ, সে মুছে দেয় মুমূর্ষু বালুকণাদের চোখের জল
রূপকথার বৃক্ষ, সে অভিমানপরাহত নীল মুক্তার দানা
রূপকথার বৃক্ষ, সে বাতাস দেয় প্রাজ্ঞ পরিষদে
রূপকথার বৃক্ষ, সে সুন্দরের অভিজ্ঞান ব্যক্ত করে সবুজ চুম্বনে
রূপকথার বৃক্ষ, তাকে স্বপ্নে পায় এক চন্দ্রাহত যুবক
রূপকথার বৃক্ষ, তার মন পড়ে থাকে এক বুনো পরীক্ষিতের পানে
রূপকথার বৃক্ষ, পরীক্ষিত কোথায় থাকে জানো, সমুদ্রের ঐ-পাড়ে
রূপকথার বৃক্ষ, তার ডালে কুঁড়ি মেলে আঁকিবুকি আলাবোলা চাঁদ
রূপকথার বৃক্ষ, তার পাতায় বাতাস নেয় সাধুপুত্র সওদাগর
রূপকথার বৃক্ষ, কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারে না
রূপকথার বৃক্ষ, তাকে চেনে এক বৃষ্টিবালক ডাহুকপ্রহরে
রূপকথার বৃক্ষ, সে তাকে শোনায় তাদের পুরাজন্মের কাহিনী।

## বাঘিনী

বাঘিনীর পরাশ্রয়ে নাকি প্রশ্রয়ে
রহিমেরা বাড়ে মালঞ্চে–
রূপবান, সে এক বাঘিনী বটে;
অরূপকথার বনে বারো দিনের স্বামী তার
উঠিলে চিতায়– বাঘিনী বনেই যেতে হয় তাকে
দাঁতে কেটে সমূহ শৃংখল
সে দাঁড়ায় এসে দ্যূৎসভায়।
স্বয়ম্বরে রহিমেরা বুঝে নেয়
কতটা কোমল এই বাঘিনীর নারী-হৃদয়!

## (অ)রূপকথা

১.

কেউ একজন কুড়িয়ে নেয়
আমার অচিকিৎস বেদনার স্বরলিপি
আর পরিণামে সে হয় এক কামিনী ফুলের গাছ
ওগো মালিনীর মেয়ে
স্নানঘাটের করুণার কারণ তুমি জানো
আজও তুমি শুনতে পাও রোদের রশ্মিলিপি,
রূপের অধিরূপ?

২.

কেউ একজন হাড়ের ভেলায় চড়ে
বক-ডাহুকের পায়ে নেচে যায় আজও
মেঘনা-তিতাসের ত্রিমোহনায়
মনসামঙ্গলের মেয়ে–
ভারতীয় সম্পর্কতত্ত্বের সর্পিলতা তুমি জেনে গেছো
সুতানলী সাপ ঢুকে পড়ে প্রতিটি বাসরে।

৩.

কেউ একজন নির্ঘুম থাকে ঘুম পাহারায়
প্রতিটি সুচের কাঁটা তুলে আনে প্রাণ– সখার
গান গায় ঘুমজাগানিয়া;
ওগো কাজলকালো রূপের কন্যা
        তোমার বিছানো কেশদাম
                তোমার চুলের দৈর্ঘ্য কালো;

তোমার হাতের সোনার কাঁকন- সে তো কালো নয়
তোমার চুলের কালোত্বই অতন্দ্র প্রহরী হয়ে
দাঁড়িয়ে থাকে ঘুম পাহারায়।

# অনুশীলন

অনুভবে ধরো, করো কামনা
রূপের লতিকা পেখম খোলো
চড়ুই প্রহরে গোলাপজাম
ফুটে কি ওঠেছে? ফুলেছে মেঘ?
যেভাবে উড়েছে সরিসৃপেরা
যেভাবে মাছেরা ওঠেছে মাটিতে
অনুভব করো জলের জিহ্বা
জলের তাড়না, কোঁকড়ানো জল
উৎসাহিত জলের আত্মায়
জ্বলছে তৃষ্ণা, অন্ধ দ্যোতনা
মাথার খাড়িতে ঝর্নার গান
অনুভব করো গানের শিকড়
অন্ধকারের অশ্বের জিন
ধরে রাখো আর অনুভব করো
ক্ষুরের ধ্বনিকে, রূপের রমণী
ধমনি থেকে কণ্ঠ অবধি
আনন্দ আনো, নাভিমূল থেকে
জাগাও করুণা, মধ্যমন্ত্র, সপ্তসুর...

# বিকল্পরতি

প্রতিদিন চাঁদ ওঠে রাত দেড়টায়, ডাক আসে
শুরু হয় কথার মৈথুন, প্রিন্ট হ'তে থাকে
চুম্বনচিহ্ন প্রোটন-প্রবাহে। ছাপ পড়ে
কি-বোর্ডের কর্ডে, মাউসের ক্লিকে;
জাদুর এক দেবশিশু জেগে ওঠে মায়ার প্রহরে।

সে মন্থন করে ফুলে-ওঠা মেঘ, নাম দেয়
অনুসূয়া, প্রিয়ংবদা। মেঘের নিপল চুষে
বৃষ্টি নামায় প্রতিদিন রাত দেড়টায়।
মেঘের নরম ঘুম, ঘোরলাগা, মাংশের
অকল্পনীয় জোছনায় দগ্ধ; নেশা, ছায়া,
চাঁদের কুহক, কামনার গোলাপি উৎসবে।

মাঝরাতে যখন মেঘমন্থন হয়, জেগে উঠে
মাটির টুনটুনি, পালকে স্পর্শ পেতে চায়
জোছনার নীল জিহ্বার, রাত্রিভর
বিকল্পরতির বৃষ্টি চিরি চিরি চিঠির প্রলাপে
ঝরে, তখন বৃষ্টির দাঁত শিউরে তোলে
অপেক্ষাতুর ক্রন্দনের শিকড়।

## পুষ্পবীণা

ফুলেরা স্বভাবত... স্ত্রী-লিঙ্গ... তার পাপড়ির কামড়... ভ্রমরই বোঝে, .... তার বোঁটার গান... পান করে... নীলকান্ত উপাধ্যায়, ... চুইয়ে পড়ে... গন্ধ তার... বিবিধ বিদ্যায়.. গানে... কবিতায়, ... তার চুলের আগুন... অস্মিতার, ... শাড়ির দৈর্ঘ্য তার.. মেঘমল্লার... কেশরের রেণু... বসন্তের উতলা উৎসব,...
গভীর চুম্বনে... ফোঁটে চোখ তার, ... বীণা বাজে... সর্বনামে আনন্দ... তার...

# রোহিঙ্গা

টেকনাফ থেকে রোসাঙ রাজসভা কতদূর?
বড়জোর দু'তিন শতাব্দীর সমুদ্রবোধ-
নাফ নদীর সাগরচেতনা তাই
রোহিঙ্গাদের অতীতচারী করে রাখে।

জিনজিরা থেকে শা'পরীর দ্বীপ- নীলরক্তের নাও
ভাসে, ঢেউয়ের সমান্তরালে ভাসে গাঙচিল।
নাফের নিশ্বাসে জ্বলে ওঠে জলোচ্ছ্বাস,
উখিয়ায় উজিয়ে আসে লাল-কালো ফেনা।

বিতাড়ন-স্মৃতির হুতাশে পুড়ে যায় হ্নীলা'র পাহাড়
আকিয়াব, রেথেডাং, মংডু, পুন্যাগুণ পুড়ে গেছে
রাক্ষসপুরার পুরোনো হিংসার আগুনে-
কুতুপালং পুড়ে হায় আয়ুভস্ম বিস্তৃতির কবরে।

# ফিলিস্তিন, বজ্রপ্রহরের চাঁদ

ভবনটা ধ্বসে পড়লো বজ্রপ্রহরে –
একটি বালক দুই হাতে তুলে ধরলো তার একটা পা
একটি বালিকার স্কার্টের বোতাম খুলে গেলো মধ্যদুপুরের বারান্দায়
ফিলিস্তিনের মধ্যাহ্ন– কী বেহায়া ড্রাম বাজে;
ছেলেটি গড়িয়ে যাচ্ছে তার গুড়িয়ে যাওয়া পা'খানা হাতে নিয়ে।

একজন ডাক্তার ওদের চিকিৎসার বদলে চিৎকার করে
বাড়ির উঠোনেই উঠে এসেছে বজ্রগরল- কারবালার লাভা
একটি কিশোরী ভেসে যায় উড়ন্ত বালির আক্রোশে
একটি কিশোর দৌড়াতে থাকে আগুনভর্তি এক ওয়াগনের পেছনে
কারণ তার মা ওয়াগনের মধ্যে ক্রমশ গলে পড়ছে বজ্রগরলে।

# একাকি সমাবেশ

(হুমায়ূন আজাদ, ধন্য তার সাহচর্যের স্মৃতি)

আমরা এক সত্যবাদীর সমাধি খুঁজতে বের হই
সত্যিই এক সত্যবাদীর স্বপ্ন দেখতে বেড়াতে যাই
বুঝি, সত্য শুধু ঘটমান, সমাধি তার নাই
খুঁজে পাই রাঢ়িখাল, ছড়ানো শিউলি ফুল
সাদা সাদা কথায় মুখর আড্ডা বসে থাকা;

সময় আমাদের চুরি হয়ে যাচ্ছে অন্ধ এক সুড়ংয়ে
কে বলত, কে?
- কবর যার কালো ডোরা শাদা এক বাঘ।

এই আমাদের কাল– সে কলি, না কালো
হিসেব করেনি সে, সময়কে সে বুঝেছিল পুরাকালের মর্মে
কিন্তু সময় ছিল কালো এক চিতা
আর তার বুলি– কলিকালের বাহানা;

সমকালের আত্মার চিৎকারে পুরা থাকে পুরাকালের অভিজ্ঞান
কে জানতে পেলো, কে?
- মৃত্যু যার প্রশ্নের মিছিল, সমাধি যার একাই সমাবেশ;

ক্ষীণস্তনা মেয়েদের রাধা বলতে দ্বিধা করতো কে?
- স্বপ্ন যার বিদ্ধ হলো চিতার কালো দৃষ্টিতে।

কয় পুরুষ ধরে আমরা মাথায় করে
কয়টি মাত্র শব্দের অর্থ দাঁড় করালাম,
পিছনে ছিল অন্ধ চিতার অভিশাপ–
কে দেখতে পেলো সবচে' ভালো, কে?
- কবর যার বকুলতলা, বক্তব্যভরা দু'খানা বই।

# চাঁদে পাওয়া এক কুমির

আমাদের ওয়ালে ওয়ালে ভেসে উঠছে
এক মরা কুমিরের ছবি-
সে এক বাসন্তী কুমির;
জ্যোৎস্নাভুক, কোকিলস্বভাব।

চৈতন্যের দাঁত দিয়ে সে
 খুলে ফেলতে চেয়েছিল
  কুমিরের ছদ্মবেশ;

মননশীল রজনীগন্ধার ঘায়ে
কবে ভেঙেছে বাংলাদেশের ঘুম?

আমার ওয়ালে কেন ভেসে উঠে
চাঁদে পাওয়া এক জ্যোৎস্নাভুক কুমির,
যে তাঁর স্বপ্নগুলো জমা রেখে গেলো
চারুকলা চত্বরের বকুলতলায়;
যে তাঁর চিৎকারের স্বরলিপি আর
সোনালি কলম রাষ্ট্রের জিম্মায় রেখে
জামিন চেয়েছিলো অন্তত এগারো বার।

তেমন কিছু ছিলো না তাঁর স্বপ্ন–
 - রমনার সমস্ত কাকের জন্য
  পর্যাপ্ত নিদ্রার ব্যবস্থা করা,
  কারণ অনিদ্রায় তাদের ক্ষুধা বেড়ে যায়
  আর লুটে নেয় ভিখিরিদের খাবার;
 - কাঠালচাঁপা ফুলের উৎপাদন হ্রাস করা,
  কারণ অতি পুষ্পশীল কাঠালচাঁপার তীব্র গন্ধে
  শিশুদের মন পড়াশুনোয় একদমই বসে না।

# সশস্ত্র শব্দাবলি

একটি শব্দ শ্লোগানমুখর
আয়ুরৌদ্র দিনের মিছিল
একটি শব্দ অগ্নিমুখর
সবুজ জমিনে রক্তলাভা
একটি শব্দ বর্ষণমুখর
শিলাময় বৃষ্টির তুমুল উল্লাস
একটি শব্দ যুদ্ধমুখর
কুরুক্ষেত্রে জেগে থাকা ক্ষত্রিয় কুঠার
সংগ্রাম
মুক্তি
স্বাধীনতা
জয় বাংলা...
এইসব শব্দের সিঁড়ি বেয়ে ক্রমে
এই বসন্তের শিখর।

একটি তর্জনীর ব্যক্তিত্বের রোদ্দুরে
এইসব শব্দের ঝলক--
এই তর্জনী থেকে যখন একটি স্ফুলিঙ্গ
সমবেত সকলের চোখে প্রোজ্জ্বল হলো,
বাতাস উড়ালো জনতার কেশর
তরঙ্গিত হলো সাতকোটি তর্জনীর তুমুল তল্লাট।

## হাছন রাজা

'আমি' কিছু নয়– এই কথা ভেবে
দেওয়ান হাছন রাজা চৌধুরী ছাড়েন গৌড়–
পার হয়ে যান গৌড়ারং অবলীলায়,
যে দিকে তাকান দেখেন বন্ধু দয়াময়।

আঙুলে আংটি চমকিয়া গান প্রজন্মান্তরে
ছামিরন দেওয়ান।
মিউজিয়মের ছবি ও আসবাবে পুরোনো খানদান।

অন্তরে অভেদমন্ত্র ধরে যে হাছন–
কোনো ঘৃণা নেই, বিষণ্নতা নেই,
হাওরের ঢেউ আর বিশাল বাতাস–
সে-ছবি উধাও।
বায়ুর বিষয়-আশয় ধরে না ছবিতে, গান হয়ে যায়।

বাতাসে গুঞ্জরিত হয়-
'তুমি-আমি, আমি-তুমি ছাড়িয়া ভয়...'

# মশালশিখা

(নারীনেত্রী আয়শা খানম স্মরণে)

গাবরাগাতি থেকে উঠে আসে এক গান
মেঘমল্লারে, কোমলগান্ধারে..
মন্দ্রিত স্বরে ডেকে আনে আরও কত পাড়াগাঁ'র মেয়েদের–
নকশিকাঁথা এক বোনা হচ্ছে
          ছাপ্পান্ন হাজার মাইলের পরিধি জুড়ে;
যে নকশি বুনেছিল রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে
মনোরমা বসু তাঁর মাতৃমন্দিরে
সওগাতে, বেগমে, কবিতায়, রাজপথে বুনেছেন সুফিয়া কামাল।
- কে তুমি? মালেকা, রাখী, সীমা, রোজি, সুনন্দা, শান্তি, পুস্প...
হাত ধরো, আঙুলে আন্দোলন ফুটিয়ে তোলো
নকশাটা বাড়িয়ে নাও, মুষ্ঠি ধরো হাতে–
প্রতিরোধ করো নারীর বিরুদ্ধে যত অবিচার;
গভীর জীবন ছেনে গড়ে তোলো ব্রতের বিগ্রহ
নকশা যার কয়েক শতাব্দী ধরে বহমান।

আলোর অপেরা যেন, জাগ্রত মন্দির এক
তাঁর গায়ে খচিত ইতিহাসের এক বংশলতিকা
তাঁর যৌবনের সমস্ত রঙিন ফিতে, গোলাপ, স্বপ্ন, ময়ূর
বাঁধা পড়ে স্বনির্মিত এক দায়িত্ববন্ধনে–
ইতিহাসের বর্তমান বেদনায়
বর্তমানের ভবিষ্যত শংকায়।

শহীদ মিনার চত্বরে ওঠেনি মরদেহ তাঁর
পুস্পস্তবকসকল প্রতিবাদের শব্দ হয়ে সমবেত–
জনসমাবেশে;
যেমন সমাজ ও রাজনীতির সমূহ সর্পিলতা পেরিয়ে
বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি নিত্যকার পৌরাণিক এক আহ্বানে...

এইসব সরবতা আসলে এক গভীর প্রসূতির গল্প
যেভাবে মানুষ দিনে দিনে বুঝে নেয় প্রত্যেকের নিজস্ব দুঃখের স্বর
সেইভাবে দিনে দিনে প্রগল্ভ এক সরবতার সুতো ধরে
'ধারাবাহিক, নিয়মিত, ক্লান্তিহীন, নিরবিচ্ছিন্ন এক প্রক্রিয়ার

ভেতর দিয়ে ঘাসের মতন, ফিনিক্স পাখির মতন
মাটির ভেতর থেকে বিস্ময়ে জেগে ওঠে, জাগিয়ে তোলে;
তৃণমূলের ঘাসফুলেরা সব ফুটে ওঠে–
    'শত ফুল ফুটতে দাও,
ডাক দাও জমায়েতের, মেলবন্ধন করো তরুণে-প্রবীণে।'

নদীর তীরবর্তী এক তীর্থের মতো প্রাচীন
অথচ নিত্যকার নতুন জলে প্রতিবিম্ব তার চিরবহমান
শত পাঁকে পঙ্কিল জল তাঁর ঘাটে সর্বমনোহর
সময়কে ধারণ করে তাঁর সকল উদ্যোগ
নারীআন্দোলন, পাঠাভ্যাস, শ্লোগান, সালিশীসভা–
এইসব সরবতার সুতো ছিঁড়ে
দীপ্ত এক আহ্বানরূপে প্রোজ্জ্বল তিনি
ধাবমান মিছিলের মশালশিখায়...

# অণুকবিতা

**চ্যাটিং**

তোমার টেক্সট আসে-
সন্ধ্যায়, রাত্তিরে
চিরি চিঠিতে এমন ঘ্রাণ থাকে,
হুল্লোড় থাকে,
        লুটোপুটি থাকে,
                কামড়ে ধরা থাকে,
এমন জ্বালা থাকে যে
        জেগে ওঠে বিশ্বস্ত কুকুর!

**পুরস্কার**

আমাদের প্রত্যেকের শিয়রে স্থাপিত
ব্যক্তিগত আসোয়াদে খোদিত আছে
বিশ্বাসের বর্ণবাদী জপমালা–
তাই প্রতিটি পুরস্কারের ট্রফিতে লেগে থাকে
বৃদ্ধ শুকরের ঝলসানো করোটির অট্টহাসি।

**চোর-পুলিশ**

রাতের গলিতে
            নিয়মিত চোরের ঘ্রাণ
                        কুকুরেরা চেনে
তাই কলহ করে না।

## লোমহর্ষক

একসাথে
এক কোটি লোম হেসে ওঠে
        তোমার সাক্ষাতে
এমনই লোমহর্ষক
                তুমি।

## বাঁকা উঠোন

উঠোনগুলো সব বাঁকাই থাকে–
যে ভালো নাচে
তার পায়ে সোজা হয়
        উঠোনের বাঁকামো।

## রাজনীতি

১.
ইতিহাসের বিরুদ্ধে লেলিহান
                এক বিভীষণ
ক্রমাগত বক্তব্যবর্ষণ করে যায়।

২.
রাষ্ট্রক্ষমতার উপরে থাকে
        এমন এক খানদানী খাপ
আভিজাত্যে, নকশায়, জৌলুশে
        জনতার ঘুম ধরে যায়।

### পাপবোধ

আমি মরে যাবো
কিংবা অচিরে মারা যেতে পারি
- এ কথাটা কেন যেন
ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে আসা আমার স্মরণে
পাত্তা পায় না বিশেষ।
অথচ আমার চোখের দিকে চেয়ে
রোজ ভোরে
ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে থাকা কাকগুলো
নির্বাক হয়ে যায়–

আরো কালো হয়ে যায়।

### বেড়াল

১.
বিড়ালেরা প্রায়শ ভেজাই থাকে–
উচ্ছিষ্টভোগী এইসব গোম্ফধারী চতুরপ্রবণেরা
লাই পেয়ে পাতে উঠে বসে
একান্ত খানার থালে ভাগীদার সেজে
অবশেষে
বিশ্বস্ত পোষকের নাড়ি ছেড়ে ঝরায় রক্ত
শ্বাপদস্বভাব।

২.
বিদুরের কাল থেকে দেখে আসছি
প্রত্যেকের গলায় ঝুলে আছে
বিপজ্জনক বিড়ালের ঘন্টা
রোজ ভোরে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ঘন্টাটা বাজে
শিকারতীক্ষ্ণ বাজপাখির পতনসঙ্গীতে।

# অজিফা

করেছি বন্দেগি কিছু মনোময় মারেফতে
সামান্য যে সমানেরই অসামান্য ভেদাভেদ
বুঝেছি কিছু। নিজের নিদান নিয়ে
কোনোদিন ভেদাভেদ ভাবি নাই।

অনেক অজিফা বাকি, জাতি ও ধর্ম নিয়ে
কত যে তরিকা, তার কিছু মর্তবা লিখে রাখি
সিরজা শরীফে।

অনেকেই জাঁহাবাজ উত্তরাধুনিক
নতুন জিহাদ ডাকে বিনা অজিফায়
নাঙা হাতে নাড়ায়ে তকবির
তাড়া করে ভিন্নমত-লবি'র।

সবই যে শূন্যেরই ভিন্ন ভিন্ন সূচক-
বোঝে না তারা।
জানে না ভাষাহীন অভিধানের শব্দসব
লেখা থাকে নদী ও প্রান্তরে।

## সম্পর্কতত্ত্ব

এমন একটি দর্শনের ব্যাকরণ উন্নীত হয়েছে আমার ভাবনার শীর্ষে যে
ভূমি থেকে আকাশ পর্যন্ত অদৃশ্য আমার বন্ধন মূর্তিমান হয়ে আসে
এবং বালির ভিতরের ফাঁক গলে গলে
ধূলিকণার হৃদস্পন্দনের সূত্র ধরে
আমি ক্রমশ যুক্ত হতে থাকি জল ও মাটির
অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের সঙ্গে
এবং জলকণার চোখের মণির ভিতরে আবিষ্কার করি
তরল ও ধাতুর অভিন্ন স্বরূপ
এবং ধাতুর হৃদয়ের অখণ্ড অন্ধকারে
আমার অস্তিত্ব অনুভব করি আকর্ষণে

এইভাবে আমাদের সম্মিলিত অধিজীবনের সূচনা
এইভাবে আমরা জেনেছি একান্নবর্তী সমাজের
এবাদতনামা
এইভাবে আমরা বুঝেছি ভালোবাসার অর্থ হলো অপরিহার্যতা
প্রেমের প্রকৃত অর্থ হলো পরিপূর্ণতার প্রেষণা
আমাদের সাধনা মানে সহজের পথে চলা
আমাদের জ্ঞান মানে একে অন্যকে মুখস্থ করার পদ্ধতি
আমাদের চিন্তা হলো এমন একটা ভ্রূণাবস্থা
যার ভিতরে লুকিয়ে আছে সূর্যের জন্মের ইতিহাস
আমাদের সত্য হলো সূর্য
আমাদের দ্বৈতসত্তার অবিচ্ছিন্ন আত্মজীবনী ভরে আছে
আগুনের অভীপ্সা, তাই
আলোতেই আমাদের সূচিবদ্ধ অভিনিবেশ।

# অহম

আমি পরিপূর্ণ– পরিপূর্ণ আমার বিশ্বাস
জল হলো একাকার আধার আমার
আমরা জলের সংসার
আমাদের আদিমাতা অসীম অনির্দেশ্য
যা কিছু- জল বিন্দু
পরম ঐক্য বলি তোমাতে-আমাতে
জলের গুণন।

আমি পরিপূর্ণ– পরিপূর্ণ আমার বিশ্বাস
আমার প্রাণ প্রশ্বাসে-নিশ্বাসে
বায়ুর আয়ু-
ভিতরে বাতাস ধরি তাই
গতি
ওজন
আকর্ষণ
স্বতঃস্ফূর্ত জল তাই
সত্য
আলো
আশা
ধন
মৃত্যু
চিন্তা
নীতি
বোধ
সত্য আনা সর্বভূতে, সর্বশূন্যে পূর্ণনাম
এই ভাগ্য,
সত্য আহ্নিক গতি
আমি যে আহ্লাদের কণা ও কুণ্ডন
এমন জন্মান্তর-
পেটের নিচে জলধি
চোখে সূর্য
করোটিতে মেঘ

নাভিতে জলীয় চক্র
মেরুদণ্ডে জল
হাতে বক্র কাজ
- কর্ম শুধু টীকা-তথ্য
ধারাভাষ্য বর্ণনা।
আমি এই অহমের আপন প্রথমা,
আনা আল-হাক্ব,
হাজার আমার থেকে নিরাকার উচ্চারণ
ওঁ ওঁ, আনা আনা।

আর যে সামাদ–
যৌথ জীবনের কবি
সে সময় ও সংখ্যার সঙ্গে একাকার।

এমন জন্মান্তর-
অজস্র জন্মের পাশ দিয়ে
লাফিয়ে লাফিয়ে
পার হতে পারে আগুনের বৎসর
স্বতঃস্ফূর্ত আলো– তাই
আপাত জন্মের কোনো বিশেষণ নেই
নিত্যবৃত্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ
সে বিস্তার করে পরাবাস্তব বর্তমান
সে হারিয়ে ফেলে তার ওজন
আর খুঁজে পায় স্বপ্ন গুণনের ধারাপাত।

# টাঙ্গুয়া-ট্র্যাভেলগ

১.

সাদা পায়রার দল
কণ্ঠে নীল নেকলেস এঁকে হাওরে আসে
সমুদ্রের স্বাদ নিতে;
ওরা অনেকেই আসে– সাদা পাথর, বারিক্কা টিলা, শিমুল বাগানে
যাদুকাটা নদীতে কাটা পড়ে অভিযাত্রা।

নীলাদ্রির সবুজ পানির নীরবতা কিছুটা শেখায় ওদের–
হ্রদের গভীরতা যতটা ভাবা যায় তারও চেয়ে অনেক বেশি।

২.

কোনো উৎসবের দিন নয়,
তবু কিছু উৎসাহ উঠে আসে।
লঞ্চের ডেক থেকে দেখি-
জল ঢলে পড়ে জলের শরীরে;
নরম কাদার গর্তে ঢুকে পড়ে অনায়াসে সোমত্ত শোল,
লিপ্ত গাঙচিল অক্লেশে আয়ত্ত করে জীবন্ত গজার।
জলে প্রতিবিম্ব পড়ে যুবকের নীল আকাঙ্ক্ষার–
ছোট ছোট ঢেউ ওঠে, ভেঙে দেয় নার্সিসাস,
তবুও পার হয়ে তাহিরপুর, খোলে মোকাররম,
কিংকর, রিংকু, দীপেল তারেকের জিনের বোতল।

৩.

শুভ হোক প্রাতঃরাশ– এই ভেবে নেমে পড়া
বিশ্বম্ভরপুর সেতুমুখে;
সকালের রেঁস্তোরায় শুরু হয় প্রতিপ্রাণায়াম–
নিঃসরণ-বেগের বিপক্ষে উৎসরণ-সাধনা...
ধরে রাখো রেজাউল, চাইপা রাখুন মহাশয়
খালি নাই ওয়াশরুম; উপরন্তু পরোটা বাড়ন্ত।

ও-পাশে জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে নেমে আসা যাদুকাটা নদী
দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বয়ে যায়-
চারিদিকে হাস্যোজ্জ্বল রোদ;
বৌলাই নদীর ঘাটে অপেক্ষমান যাত্রাসারি নাও,
তার খোলা ডেকে ঝিম ধরা দুপুর পুরকায়স্থ।
পাটাতনে জলভোজন আয়োজনের ঘ্রাণ, আর
ভ্রামণিক মহলের মাথায় হাওরস্নানের তাড়া।

৪.

কারো কাছেই যাচ্ছি না প্রিয় বান্ধবীগণ
ভেসে যাচ্ছি শুধু ভাসমান বিগ্রহের মতন
দারুণ পূজোর কাল, এ শরতে তুলে নিও
মাটির প্রতিমা– হাওর-প্রান্তর থেকে
আছি অপেক্ষমান অনেকান্ত কার্তিক তোমার
টাঙ্গুয়ার খোলা জলে নাইতে নেমেছি।

৫.

এক নৌকায় কুড়িজন পুরুষ, উদোম,
গায়ে ভাদ্র মাস; রোদের তোড়–
শারদীয় প্রেক্ষাপটে নৌকার বহর
স্মার্টফোনের স্ক্রীনে ভেসে ওঠে ভোদকার বোতলসম
সুমনের সুঢৌল তলপেট।

যাকে নিয়ে যাওয়া হয় না হাওরে-পাহাড়ে
সে কেন ভেসে ওঠে হেসে ওঠে স্যামসাং স্ক্রীনে?

৬.

হাওরের বুকের উপর অষ্টাদশী চাঁদ
জলের উপর নীল পরী;
কেন ছড়িয়ে দিলে অন্তর্জালে তুমি ঠোঁটের বিদ্যুৎ?
তোমার হাসির ছটায় জোছনা ভেঙে পড়ে
মেঘালয় মল্লিকায়;
মিছামিছি ঘাই খাই অন্তরপ্রদেশে–

সারি-বাঁধা নৌকা, বেদের মেয়েরা বাজায় ঝুমকা
রাত বাড়ে, বাড়ে তৃষ্ণাও–
দে না দোস্ত আরও একটু কঠিন পানীয়।

৭.

যে কোনো মেয়ে মানে পরী, মনি তুমি কার..
জিব কাটে লজ্জায়, করাঞ্জলি করে–
তবুও আঙুলে আপেলভঙ্গি- ও আমার বন্ধুগণ
আরও দু'ঢোক গিলে ফেলো, রাশান পণ্য, নির্ভেজাল।

জানি ছেলেমানুষ মানে আত্মরতিপ্রিয়
আর মেয়েমানুষেরা পরী–
পাহাড়ের খাঁজ ভেঙে, ভাঁজ খোলে দেখায় মোহানা;
মনি তুমি কার..সোহাগের? নাসিরের? না ব্যাকুল সেকুলের?

৮.

পুরো প্রদেশ পাহাড় করে পৌঁছে গেছে মেঘের বাড়ি
ঝিরি ঝিরি ঝর্না ঝরে, সাদা পাথর, নীল নীলাদ্রি।

নিচে জল বিস্তারিত বাওর-হাওর
ঐ গাঙচিল নগ্ন নোখে গেঁথে নিলো মস্ত মাগুর।

টেকেরঘাটে ট্রেনের লাইন কবেকার–
বিরাট বল্টু, ভয়াল নাট, হা ভগবান!

৯.

লাকমাছড়া নেমে আসে ঢাল বেয়ে
দু'পাশে সবুজ পাহাড়, মাঝে গিরিখাদ–
ঝর্নাজলের ছড়া
সাদা পাথর গান গায় স্বচ্ছ জলের স্রোতে।

লাউর রাজ্যের পথে ভ্রমণ আমাদের
বারিক্কাটিলায় উঠে উঁকি মেরে দেখে একজন
মেঘালয় পাহাড়ের ঢালে কোন্ কামিনী ফোটে,
জোছনার এ্যানাটমি মুখস্ত তার–
কামিনী ফুলের ঘ্রাণ নিতে গিয়ে কামাখ্যায় খ্যাত।
ওরা অভিজ্ঞ ভ্রমর,
তবু গভীর গিরিখাদে, ছড়া'য়, ঝর্নায়
ঝেপেঝুপে স্নান সাড়ায় প্রসিদ্ধ সবাই।

কোন্ কামরূপ-কামাখ্যা সেধে রাত পার করে এসেছো হে,
এ ঘোর ভোরে নেমেছো যে নীলাদ্রি লেকে?